গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০২০ - জুন ৩০, ২০২১

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৬

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৭

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ২৩

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

গত ৩ (তিন) বছরে বাপাউবো ৫২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পসমূহের আওতায় ২২৬.৪২ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ, ৩১৯.১২ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ, ৩০৮০.৯৮ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, ৪১৭টি হাইড্রোলজিক্যাল স্ট্রাকচার নির্মাণ, ৫৭৭.০৬ কিঃমিঃ সেচ খাল পুনঃখনন, ৯৯০.১৮ কিঃমিঃ নদী ড্রেজিং ২৭৭৩.৯৯ কিঃমিঃ নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন, ১০টি ক্লোজার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছে। এর ফলে ০.৩২ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, .৯৭ লক্ষ হেক্টর জমি বন্যামুক্তকরণসহ দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় ০.৪০ লক্ষ হেক্টর আবাদী জমি লবণাক্ততা হতে রক্ষা করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

নদী মাতৃক দেশ হওয়া সত্ত্বেও বর্ষা মৌসুমে পানির আধিক্য এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির দুষ্প্রাপ্যতা বাংলাদেশের প্রকৃত বাস্তবতা। শুষ্ক মৌসুমে নদী অববাহিকাসমূহের উজানে পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। আবার প্রকৃতিগতভাবে বাংলাদেশের নদীতে পলি জমার কারণে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে বর্ষা মৌসুমে উজান থেকে অতিরিক্ত পানি প্রবাহের কারণে নদী তীরে ভাঙ্গন এবং বন্যা দেখা দেয়। অন্যান্য সেক্টরে সারা বছর কাজ করার সুযোগ থাকলেও পানি সম্পদ সেক্টরে নভেম্বর-এপ্রিল অর্থাৎ অর্থ-বছরের মাত্র ৬ (ছয়) মাস কাজ সম্পাদনের জন্য সুযোগ থাকে। এই অতি সীমিত সময়কালের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পাহাড়ী ঢল বা স্থানীয় অনাকাঙ্খিত সামাজিক সমস্যা উত্তরণ করে গুণগতমান সম্পন্ন টেকসই ভৌতকাজ বাস্তবায়ন এ সেক্টরের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত ঝুঁকি অর্থনীতির বিভিন্ন খাতসহ জাতীয় পর্যায়ের অভীষ্ট ও লক্ষ্য অর্জনে সরকার "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" নামে শতবর্ষী মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রাক্কলিত ব্যয় ও প্রকল্প বিবেচনায় মহাপরিকল্পনাটির প্রায় ৮০% বাস্তবায়নের গুরু দায়িত্ব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর উপর অর্পিত। এই মহাপরিকল্পনায় বিনিয়োগ অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত ৮০টি কার্যক্রমের মধ্যে ১৭টি কার্যক্রমই বাপাউবোর ২৮টি চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের ৬৪টি জেলার প্রত্যেক উপজেলায় এবং সকল সিটি কর্পোরেশন ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। নদী সিস্টেমভিত্তিক ড্রেজিং এর জন্য বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হরাসাগর প্রভৃতি মাঝারি নদীসমূহ ড্রেজিং এর জন্য প্রকল্প নেয়া হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, পদ্মা, মেঘনা, কর্ণফুলী ও সাঙ্গু-মাতামুহুরী-এই ৫টি নদী সিস্টেমের বেসিনভিত্তিক সমীক্ষা সম্পাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বড় নদীসমূহ চ্যানেলাইজেশন এবং সমুদ্র উপকূলে ভূমি পুনরুদ্ধারে প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলায় উপকূলীয় পোল্ডারসমূহ পর্যায়ক্রমে পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ করা হচ্ছে। বাঁধ ও খালের নিকটবর্তী জায়গায় বনায়ন করার প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ৭৭ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ, ৬৮ কিঃমিঃ বাঁধ পুনর্নির্মাণ, ৩৬৭ কিঃমিঃ নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন, ৮২টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ ও ৫৮টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ এবং ৮৭ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ।
- ১৬৫ কিঃমিঃ সেচ খাল পুনঃখনন এবং ৪৪টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ও ৫১টি সেচ অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ।
- ৬৫ কিঃমিঃ উপকূলীয় বাঁধ মেরামত/ উঁচুকরণ ও ২৮ কিঃমিঃ উপকূলীয় বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ এবং হাওর এলাকায় ৫৭৫ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ।
- বাস্তবায়ধীন উন্নয়ন প্রকল্পের ১০টি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন, ০২টি ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবের ৮২ শতাংশ প্রকল্পের ওয়ারপো কর্তৃক ক্লিয়ারেন্স প্রদান;

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর মধ্যে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

জনগণের জীবনমান উন্নয়নে পানি সম্পদের টেকসই নিরাপত্তা।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পানি সম্পদের সুষম ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনগণের পানির চাহিদা পূরণ এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ জোরদারকরণ
২. সেচ ব্যবস্থার সুষম, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন
৩. নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনার টেকসই উন্নয়ন
৪. হাওর, জলাভূমি ও উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ
২. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নদী ভাঙ্গনরোধ এবং লবণাক্ততা ও মরুকরণ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা সংক্রান্ত কার্যক্রম

২. বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা নির্মাণ, বন্যার কারণ এবং বন্যার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ সম্পর্কিত কার্যক্রম

৩. নদীর অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনাসমূহ সম্পর্কে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা এবং হাইড্রোলজিক্যাল জরিপ ও উপাত্ত সংগ্রহ সংক্রান্ত কার্যক্রম

৪. বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রাপ্তি সম্পর্কিত কার্যাবলি;

৫. খাল খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং খাল খনন কর্মসূচির আওতায় খালের উপর পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ

৬. ভূমি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার, পানি নিষ্কাশন এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণ বিষয়ক কার্যাবলি

৭. পানি সংরক্ষণ জলাধার নির্মাণ, বাধ এবং ব্যারেজ নির্মাণ বিষয়ক কার্যাবলি

৮. নদীসমূহের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, ভাঙ্গনরোধের লক্ষ্যে নদী ড্রেজিং

সেকশন ২

বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	একক	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
						২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩		
বন্যা ঝুঁকি হ্রাস	বন্যামুক্ত ও পানি নিষ্কাশন এলাকার কভারেজ (বন্যামুক্ত ও নিষ্কাশনযোগ্য এলাকা ১১০ লক্ষ হেক্টর) (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৫৯.০৫	৫৯.৫৫	৬০.০৫	৬০.৫৫	৬১.০৫	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভা, মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন, আইএমইডি রিপোর্ট
সেচ এলাকা এবং শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি	সেচ এলাকা এবং শস্য নিবিড়তার কভারেজ (সেচ এলাকা ১৬.২৪ লক্ষ হেক্টর) (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৬০.২৮	৬০.৭৮	৬১.২৮	৬১.৭৮	৬২.২৮	কৃষি মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভা, মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন, আইএমইডি রিপোর্ট
আগাম বন্যা মুক্ত হাওর এলাকা	হাওর এলাকায় ১২.০০ লক্ষ হেক্টর জমি আগাম বন্যা মুক্ত রাখা (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	১০.৯৫	১১.৫০	১১.৫৫	১১.৭৫	১১.৯৫	কৃষি মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভা, মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন, আইএমইডি রিপোর্ট
লবণাক্ততামুক্ত উপকূলীয় এলাকার বৃদ্ধি	লবণাক্ততা রোধকরণ এলাকার কভারেজ (জমিতে লবণাক্ততা রোধ করা ২৬.৩৭ লক্ষ হেক্টর) (ক্রমপুঞ্জিভূত)	শতাংশ	৫১.৪০	৫১.৪০	৫১.৪০	৫১.৬৫	৫১.৯৫	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভা, মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন, আইএমইডি রিপোর্ট

*সাময়িক (provisional) তথ্য

সেকশন ৩
কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[১] বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ জোরদারকরণ	৪২	[১.১] উন্নয়ন প্রকল্প মনিটরিং	[১.১.১] প্রকল্প মনিটরিং প্রতিবেদন	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৫০	৮০	৮০	৭৫	৭০	৬৮	৬৫	৮৫	৯০
			[১.১.২] বাস্তবায়িত সুপারিশ	সমষ্টি	শতাংশ	০.৫		৭০	৭০	৬৮	৬৭	৬৫	৬২	৭২	৭৫
		[১.২] এডিপি পর্যালোচনা সভা	[১.২.১] অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভা	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১২	১২	১২	১১	১০			১২	১২
			[১.২.২] বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	সমষ্টি	শতাংশ	১	৮৬	৮৫	৮৫	৮২	৮০	৭৮	৭৫	৮৬	৮৭
		[১.৩] বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন	[১.৩.১] অনুষ্ঠান আয়োজন	সমষ্টি	শতাংশ	১			৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৭৫	৮০
		[১.৪] মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়ন	[১.৪.১] বিভিন্ন প্রকল্পের চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রার বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সমষ্টি	শতাংশ	২	৯৭	১০০	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	১০০
		[১.৫] সিসিটিএফ অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও বাঁধের ঢাল, খালের পাড় এবং বাপাউবো'র নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপণ	[১.৫.১] সিসিটিএফ এর আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সমাপ্তকরণ	সমষ্টি	সংখ্যা	২		২০	১২	১১	০৯	০৮	০৭	১০	
			[১.৫.২] দেশব্যাপী বাঁধের ঢাল খালের পাড় এবং বাপাউবো'র নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপণ	সমষ্টি	কিঃমিঃ	২		১০০	৪০০	৩৭৫	৩৫০	৩২৫	৩০০		
		[১.৬] বাংলাদেশ ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০ এর আওতাভূক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[১.৬.১] ছোটনদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন	সমষ্টি	কিঃমিঃ	২.৫		৬০০	১০০০	৯৫০	৯০০	৮৫০	৮০০	২০০০	
			[১.৬.২] নদী সিস্টেম পুনঃখনন (বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোড়-হরাসাগর নদী সিস্টেম)	সমষ্টি	কিঃমিঃ	২		৩০	৫	৪.৫	৪	৩.৫	৩	৩০	৪০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
			[১.৬.৩] ছোটনদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	সমষ্টি	শতাংশ	১			৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৩০	৪০
		[১.৭] বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ	[১.৭.১] পুনঃনির্মিত বাঁধ/ মেরামত/পুনরাকৃতিকরণ	সমষ্টি	কিঃমিঃ	৩	৩৫৪	৪৬	৬৮	৬৪	৬১	৫৮	৫৪	৭০	৭৪
			[১.৭.২] নির্মিত বাঁধ	সমষ্টি	কিঃমিঃ	৩	৯০	৪৭	৭৭	৭৩	৬৯	৬৬	৬২	৮০	৮৩
		[১.৮] নদী তীর সংরক্ষণ	[১.৮.১] সংরক্ষিত নদী তীর	সমষ্টি	কিঃমিঃ	৩	৯৯	৯৪	৮৭	৮২	৭৮	৭৪	৬৯	৯০	৯২
		[১.৯] নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, তীরবর্তী জনপদে বন্যার প্রকোপহ্রাস এবং নদীতে জাগ্রত ডুবোচর অপসারণ নদী তীরে ভাঙ্গন ঝুঁকিহ্রাসকল্পে নদী ড্রেজিং / পুনঃখনন	[১.৯.১] এসকেভেটর এর মাধ্যমে পুনঃখননকৃত নদী	সমষ্টি	কিঃমিঃ	৩	১৬২	২৫৮	১৬২	১৫৪	১৪৫	১৩৭	১২৯	১৬৫	১৭০
			[১.৯.২] ড্রেজিংকৃত নদী	সমষ্টি	কিঃমিঃ	৩	২৫৪	১৯৯	২১৯	২০৮	১৯৭	১৮৬	১৭৫	২২৫	২৩০
			[১.৯.৩] নদী পুনঃখনন করে গোপালগঞ্জ সদর থেকে টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত যোগাযোগ পুনরুদ্ধার	সমষ্টি	কিঃমিঃ	১			৯.২	৮.৭	৮.২	৭.৮	৭.৩		
		[১.১০] নদ-নদী ও খালের মাধ্যমে বন্যার পানি নিষ্কাশন	[১.১০.১] খনন/ পুনঃখননকৃত নিষ্কাশন খাল	সমষ্টি	কিঃমিঃ	৩	৬৮৫	৬১৭	৩৬৭	৩৪৮	৩৩০	৩১২	২৯৩	৩৭০	৩৭৫
			[১.১০.২] নির্মিত পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	১১৩	৫৪	৬৫	৬১	৫৮	৫৫	৫২	৭০	৭৫
			[১.১০.৩] পুনঃনির্মিত/ মেরামতকৃত/ পুনর্বাসনকৃত পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৪২	১৭	৫৮	৫৫	৫২	৪৯	৪৬	৬০	৬২

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[২] সেচ ব্যবস্থার সুষম, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন	১২	[২.১] ভূ-পরিস্থ সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ	[২.১.১] খননকৃত/পুনঃখননকৃত সেচ খাল	সমষ্টি	কিঃমিঃ	৩	২৯৭	১৬৯	১৩৫	১২৮	১২১	১১৪	১০৮	১৪০	১৪৫
			[২.১.২] নির্মিত সেচ কাঠামো	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	৯২	৪২	৪৪	৪১	৩৯	৩৭	৩৫	৪৫	৪৭
			[২.১.৩] পুর্ননির্মিত/মেরামতকৃত সেচ কাঠামো	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	৩২	৯৩	৪২	৩৯	৩৬	৩৩	৩০	৪৫	৫০
		[২.২] পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ গঠন, রেজিস্ট্রেশন ও প্রশিক্ষণ	[২.২.১] নিবন্ধিত গ্রুপ	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৪৭৬	১৮০	১৭৭	১৬৮	১৫৯	১৫০	১৪১	১৮০	১৮৫
			[২.২.২] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষক	সমষ্টি	জন	১	১৫২৩৩	৯০০০	৯১০০	৮৬৪৫	৮১৯০	৭৭৩৫	৭২৮০	৯২০০	৯৫০০
[৩] নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনার টেকসই উন্নয়ন	১১	[৩.১] ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা (বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাকর্তৃক প্রদত্ত)	[৩.১.১] ভৌত মডেলিং এর দাখিলকৃত প্রতিবেদন	সমষ্টি	সংখ্যা	১	৯	২	২	২	১			৩	৪
		[৩.২] পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহারিত বিভিন্ন উপকরণের নমুনা পরীক্ষা	[৩.২.১] পরীক্ষিত নমুনা	সমষ্টি	সংখ্যা	১	৬৫৪৮	৪৬০০	২০০০	১৮০০	১৭০০	১৬০০	১৫০০	৫২৫০	৫৫০০
		[৩.৩] গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা	[৩.৩.১] গবেষণা পরিচালিত	সমষ্টি	সংখ্যা	১	৩	৩	২	১				৩	৪
		[৩.৪] প্রকল্পের ক্লিয়ারেন্স প্রদান	[৩.৪.১] প্রদত্ত ক্লিয়ারেন্স	সমষ্টি	শতাংশ	২	৮৫	৮২	৮২	৮১	৮০	৭৮	৭৫	৮৩	৮৪
		[৩.৫] যৌথ নদী ব্যবস্থাপনার বিষয়ে দ্বি-পাক্ষিক ও বহু-পাক্ষিক সভা অনুষ্ঠান	[৩.৫.১] অনুষ্ঠিত সভা	সমষ্টি	সংখ্যা	১.৫	৩	৫	৩	২	১			৫	৫

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
		[৩.৬] গঙ্গা পানিবন্টন চুক্তি বাস্তবায়ন	[৩.৬.১] গঙ্গা চুক্তি অনুযায়ী ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১ শে মে পর্যন্ত ফারাক্কায় যৌথ প্রবাহ পরিমাপ ও বন্টন কার্যক্রম	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১	১	১					১	১
		[৩.৭] বাস্তবায়ধীন উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	[৩.৭.১] প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	সমষ্টি	সংখ্যা	২.৫			১০	৯	৮	৭	৬	১০	১২
[৪] হাওর, জলাভূমি ও উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন	১০	[৪.১] আগাম বন্যায় হাওরে ফসলহানি রোধ	[৪.১.১] ডুবন্তবাঁধ নির্মাণ/ পুর্ননির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ	সমষ্টি	কিঃমিঃ	৩	৬৫২.৭৩	৩৭০	৫৫০	৫২২	৪৯৫	৪৬৭	৪৪০	৫৬০	৫৭০
		[৪.২] উপকূলীয় এলাকায় বন্যা প্রতিরোধকল্পে বাঁধ টেকসই করা	[৪.২.১] উপকূলীয় বাঁধ মেরামত/উচুঁকরণ	সমষ্টি	কিঃমিঃ	৩		১৪১	৬৫	৬১	৫৮	৫৫	৫২	৬৭	৭০
		[৪.৩] বাহাজউঅ এর সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োগকৃত ফার্ম কর্তৃক প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়ন সভা	[৪.৩.১] মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের অগ্রগতির মূল্যায়ন সভা	সমষ্টি	সংখ্যা	১			১					২	২
		[৪.৪] হাওর মহাপরিকল্পনাভুক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের সাথে সমন্বয় সভা করা	[৪.৪.১] প্রকল্প পরিচালকদের সাথে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত	সমষ্টি	সংখ্যা	১	২	২	২	১				২	২
		[৪.৫] নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনার জন্য সমীক্ষা সম্পাদন	[৪.৫.১] সম্পাদিত সমীক্ষা	সমষ্টি	সংখ্যা	২			২	১					

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[১] দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	[১.১.১] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২			১২	১১					
			[১.১.২] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সমষ্টি	সংখ্যা	১			৪						
		[১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়	[১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২			৪	৩					
		[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা /অংশীজনদের অবহিতকরণ	[১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সমষ্টি	সংখ্যা	১			৪	৩	২				
		[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২			৪	৩	২				
		[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২			৪	৩					

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	গড়	%	২			৮০	৭০	৬০				
		[২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	তারিখ	২			১৫.০২.২১	১৫.০৩.২১	১৫.০৪.২১	১৫.০৫.২১			
		[২.৩] সেবা সহজিকরণ	[২.৩.১] একটি নতুন সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	তারিখ	১			২৫.০২.২১	২৫.০৩.২১	২৫.০৪.২১	২৫.০৫.২১			
		[২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সমষ্টি	জনঘন্টা	২			৫০	৪০	৩০	২০			
			[২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	সমষ্টি	জনঘন্টা	১			৫	৪					
		[২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান	[২.৫.১] ন্যুনতম একটি আওতাধীন দপ্তর-সংস্থা/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	১			১						

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	সমষ্টি	%	১			১০০	৯০	৮০				
		[৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন	[৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	২			১০০	৯০	৮০				
			[৩.২.২] প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আইএমইডি'র সুপারিশ বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১			১০০	৯০	৮০				
		[৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৩.১] দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপিত অডিট আপত্তি	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১			৮০	৭০	৬০	৫০			
			[৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১			৫০	৪০	৩০	২৫			

*সাময়িক (provisional) তথ্য

আমি, সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়-এর প্রতিনিধি হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

সিনিয়র সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১৭/০৯/২০২০
তারিখ

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

১৭.০৯.২০২০
তারিখ

সংযোজনী-১

ক্রমিক নম্বর	শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	বিবরণ
১	এডিপি	এনুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম
২	বাপাউবো	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৩	ওয়ারপো	ওয়াটার রিসোর্সেস প্লানিং অর্গানাইজেশন
৪	নগই	নদী গবেষনা ইনিস্টিটিউট
৫	বাহাজউঅ	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর
৬	সিডিএসপি	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প
৭	পিআরএল	পোস্ট রিটাইরমেন্ট লিভ
৮	সিসিটিএফ	জলবায়ু পরিবর্তন টাস্ট্র ফান্ড
৯	জেআরসি	জয়েন্ট রিভারস কমিশন

সংযোজনী- ২: কর্মসম্পাদন সূচকের বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[১.১] উন্নয়ন প্রকল্প মনিটরিং	[১.১.১] প্রকল্প মনিটরিং প্রতিবেদন	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকর্তৃক সরেজমিনে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন করে প্রকল্পের অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করবেন।	বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে গঠিত প্রকল্প মনিটরিং টিমসমূহ	পরিদর্শন প্রতিবেদনের সংখ্যা	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভা
	[১.১.২] বাস্তবায়িত সুপারিশ	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকর্তৃক দাখিলকৃত প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদনে বর্ণিত সুপারিশসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাকর্তৃক বাস্তবায়ন করা হবে।	বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে গঠিত প্রকল্প মনিটরিং টিমসমূহ	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভা
[১.২] এডিপি পর্যালোচনা সভা	[১.২.১] অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভা	মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রতিমাসে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুবিভাগ	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	মাসিক পর্যালোচনা সভা
	[১.২.২] বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নকারী সংস্থাকর্তৃক বাস্তবায়িত হবে	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুবিভাগ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি শতাংশে প্রকাশ	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভা
[১.৩] বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন	[১.৩.১] অনুষ্ঠান আয়োজন	বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে র‍্যালী আয়োজন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান আয়োজন, পোস্টার ছাপানো,, সেমিনার আয়োজন ইত্যাদি।	প্রশাসন-০২ শাখা, পাসম	ছবি, পোস্টার ইত্যাদি	সংশ্লিষ্ট শাখার তথ্যসমূহ
[১.৪] মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়ন	[১.৪.১] বিভিন্ন প্রকল্পের চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রার বাস্তবায়ন অগ্রগতি	চলমান প্রতিশ্রুত কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং= ৭৪.৫০ কিঃমিঃ নিষ্কাশন/সেচ খাল/পুনঃখনন = ১৯২ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ= ১১.৭০ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/মেরামত= ২১.৬৩ কিঃমিঃ পানি নিয়ন্ত্রণ/ সেচ কাঠামো নির্মাণ/মেরামত= ৩৫টি	উন্নয়ন-১, উন্নয়ন-২, উন্নয়ন-৩, উন্নয়ন-৪ ও উন্নয়ন-৫ শাখা/অধিশাখা, পাসম	বাপাউবো'র বার্ষিক প্রতিবেদন, আইএমইডি রিপোর্ট	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্যে নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং ধর্মী প্রকল্প ৮টি, নিষ্কাশন খাল পুনঃখননধর্মী ১ টি, বাঁধ নির্মানধর্মী ২ টি ও নদী তীর সংরক্ষণধর্মী ২টি শতকরা অর্জন হিসাবের জন্য ওয়েটেজ ফ্যাক্টর নিম্নরূপঃ নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং= ০.৩৫ নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন= ০.২৫ নদী তীর সংরক্ষণ= ০.১৫ বাঁধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/মেরামত= ০.১৫ পানি নিয়ন্ত্রণ/ সেচ কাঠামো নির্মাণ/মেরামত=০.১০
[১.৫] সিসিটিএফ অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও বাঁধের ঢাল, খালের পাড় এবং বাপাউবো'র নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপণ	[১.৫.১] সিসিটিএফ এর আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সমাপ্তকরণ	চলতি অর্থ-বছরে কতটি সিসিটিএফ এর আওতায় চলমান প্রকল্প সমাপ্ত হবে	উন্নয়ন-১ অধিশাখা, পাসম	প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)।	প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)।
	[১.৫.২] দেশব্যাপী বাঁধের ঢাল খালের পাড় এবং বাপাউবো'র নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপণ	দেশব্যাপী বাঁধের ঢাল খালের পাড় এবং বাপাউবো'র নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপণ	উন্নয়ন-১, উন্নয়ন-২, উন্নয়ন-৩, উন্নয়ন-৪ ও উন্নয়ন-৫ শাখা/অধিশাখা, পাসম	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভা, বাপাউবো'র বার্ষিক প্রতিবেদন, আইএমইডি রিপোর্ট।	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভা, বাপাউবো'র বার্ষিক প্রতিবেদন, আইএমইডি রিপোর্ট।
[১.৬] বাংলাদেশ ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০ এর আওতাভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[১.৬.১] ছোটনদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন	"৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন	উন্নয়ন-১ অধিশাখা, পাসম	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভা, বাপাউবো'র বার্ষিক প্রতিবেদন, আইএমইডি রিপোর্ট।	নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন কাজের প্রি-ওয়ার্ক ও পোষ্ট ওয়ার্ক এ লেবেল বুক এ এন্ট্রির মাধ্যমে মেজারমেন্ট বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
	[১.৬.২] নদী সিস্টেম পুনঃখনন (বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোড়-হরাসাগর নদী সিস্টেম)	বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোড়-হরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং	উন্নয়ন-২ শাখা, পাসম	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভা, বাপাউবো'র বার্ষিক প্রতিবেদন, আইএমইডি রিপোর্ট।	নদী/খাল পুনঃখনন কাজের প্রি-ওয়ার্ক ও পোষ্ট ওয়ার্ক এ লেবেল বুক এ এন্ট্রির মাধ্যমে মেজারমেন্ট বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়
[১.৬] বাংলাদেশ ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০ এর আওতাভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[১.৬.৩] ছোটনদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	উন্নয়ন অনুবিভাগ, পাসম	অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী	মাসিক পর্যালোচনা সভা, বাপাউবো'র বার্ষিক প্রতিবেদন, আইএমইডি রিপোর্ট।

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[১.৭] বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ	[১.৭.১] পুনঃনির্মিত বাঁধ/ মেরামত/পুনরাকৃতিকরণ	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্মিতব্য মিঠামইন ক্যান্টনমেন্টের ভূমি সমতল উঁচুকরণ, ওয়েভ প্রটেশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ = ২.৫০ কিঃমিঃ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প=০.৬৩ কিঃমিঃ, কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের ডানতীর ভাঙ্গন রোধ= ২৫.০০ কিঃমিঃ, জয়পুরহাট জেলার তুলশীগঙ্গা, ছোট যমুনা, চিড়ি ও হারাবতি নদী পুনঃখনন প্রকল্প =৯.০০ কিঃমিঃ, South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2)= ৩.৮০ কিঃমিঃ, বরিশাল জেলার সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোল্ডার পুনর্বাসন প্রকল্প= ৬.০০ কিঃমিঃ, চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডার নং- ৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং- ৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং- ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্প= ৫.৭০৫ কিঃ মিঃ, চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলায় হালদা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন এলাকা রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প= ২.৬৫ কিঃমিঃ, চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি ও হাটহাজারী উপজেলায় হালদা নদী ও ধুরং খালের তীর সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প= ৮.০০ কিঃমিঃ, ব্লু-পোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট)= ৫.০০ কিঃমিঃ	উন্নয়ন-১, উন্নয়ন-২, উন্নয়ন-৩, উন্নয়ন-৪ ও উন্নয়ন-৫ শাখা/অধিশাখা, পাসম	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভা, বাপাউবো'র বার্ষিক প্রতিবেদন, আইএমইডি রিপোর্ট।	বাঁধ পুনঃনির্মাণ কাজের প্রি-ওয়ার্ক ও পোষ্ট ওয়ার্ক এ লেবেল বুক এ এন্ট্রির মাধ্যমে মেজারমেন্ট বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
	[১.৭.২] নির্মিত বাঁধ	ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চরআলগী ইউনিয়নের চর্তুদিকে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ প্রকল্প = ১৭.০০ কিঃমিঃ, নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প=২.৯১৫ কিঃমিঃ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প= ২.০০ কিঃমিঃ, দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন গৌরীপুর নামক স্থানে খরা মৌসুমে সম্পূরক সেচ প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্ভবা নদীর উপর সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প=০.২৫ কিঃমিঃ, Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part)= ৫০ কিঃমিঃ, চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডার নং- ৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং- ৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং- ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্প= ১.৮০০ কিঃ মিঃ, চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলায় হালদা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন এলাকা রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প= ০.৫০০ কিঃমিঃ, চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি ও হাটহাজারী উপজেলায় হালদা নদী ও ধুরং খালের তীর সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প= ৩.৫০ কিঃমিঃ	উন্নয়ন-১, উন্নয়ন-২, উন্নয়ন-৩, উন্নয়ন-৪ ও উন্নয়ন-৫ শাখা/অধিশাখা, পাসম	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভা, বাপাউবো'র বার্ষিক প্রতিবেদন, আইএমইডি রিপোর্ট।	বাঁধ নির্মাণ কাজের প্রি-ওয়ার্ক ও পোষ্ট ওয়ার্ক এ লেবেল বুক এ এন্ট্রির মাধ্যমে মেজারমেন্ট বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[১.৮] নদী তীর সংরক্ষণ	[১.৮.১] সংরক্ষিত নদী তীর	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প=২.০০ কিঃমিঃ, নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদী, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন প্রকল্প=৫.০০ কিঃমিঃ, টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভঞ্চাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভবুয়া -বটতলা) পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প=০.৪৫ কিঃমিঃ, টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর বাম তীরবর্তী গাছ-কুমুলরী বারপাখিয়া এবং নাগরপুর উপজেলার ঘোনাপাড়াসহ বাবুপুর -লাউহাটি এফসিডি প্রকল্প এলাকায় তীর সংরক্ষণ প্রকল্প=০.৪০০ কিঃমিঃ, টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার অর্জুনা নামক এলাকাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প=২.০০ কিঃমিঃ, ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন মাকিরচর থেকে নারিশা বাজার হয়ে মোকছেদপুর পর্যন্ত পদ্মা নদী ড্রেজিং ও বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প=২.০০ কিঃমিঃ, কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্মিতব্য মিঠামইন ক্যান্টনমেন্টের ভূমি সমতল উঁচুকরণ, ওয়েভ প্রটেশশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ=৩.৩০ কি:মি:, কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলাধীন সাহেবেরচর গ্রাম ও তদসংলগ্ন এলাকা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদে বামতীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প=১.০৩২ কিঃমিঃ, জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন পাকেরদহ ও বালিজুরি ইউনিয়ন এবং বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কাজলা ইউনিয়নের জামথল নামক স্থানটি যমুনা নদীর বাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প=০.৩০ কিঃমিঃ, কুমিল্লা জেলার পুরাতন ডাকাতিয়া- নতুন ডাকাতিয়া নদী সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প = ০.৭৪৫ কিঃমিঃ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বড়িকান্দি হতে ধরাভাঙ্গা এমপি বাঁধ পর্যন্ত মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প =১.০০ কিঃমিঃ, ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া ও ফেনী সদর উপজেলাধীন ফেনী নদীর ডানতীর ভাঙ্গন হতে নাঙ্গলমোড়া ও জগৎজীবনপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প = ২.৬৫ কিঃমিঃ, লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ=১.১৭৫ কিঃমিঃ, নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সুবর্ণচর উপজেলাধীন স্বর্ণদ্বীপ (জাহাজ্যার চর) এ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে জিওব্যাগ দ্বারা নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প= ২.০০ কিঃমিঃ, লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলায় রহমতখালী খাল এবং রায়পুর উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর ভাঙ্গন রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প=২.৩৫০ কিঃমিঃ, নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প=৬.০০ কিঃমিঃ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় রাজাপুর নামক স্থানে মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প = ০.৬০ কিঃমিঃ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প=২.০০ কিঃমিঃ, মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরীঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্প=০.৪৫০ কিঃমিঃ, সিলেট জেলার সিলেট সদর ও বিশ্বনাথ উপজেলায় দশগ্রাম, মাহাতাবপুর ও রাজাপুর পরগণা বাজার এলাকা সুরমা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প=০.৮২৫ কিঃমিঃ, সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার ও ছাতক উপজেলার আওতাধীন সুরমা নদীর ডান তীরে অবস্থিত দোয়ারাবাজার উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স, লক্ষীবাউর ও বেতুরা এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প=০.৫০ কিঃমিঃ, হবিগঞ্জ জেলার বিবিয়ানা বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের সম্মুখে কুশিয়ারা নদীর উভয় তীরের প্রতিরক্ষা প্রকল্প =০.৫০ কিঃমিঃ, চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই উপজেলায় কর্ণফুলী ও ইছামতি নদী এবং শিলক খালসহ অন্যান্য খালের উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প= ১.৫০ কিঃমিঃ ,চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডার নং- ৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং- ৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং- ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্প= ১.০০ কিঃ মিঃ, চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলায় হালদা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন এলাকা রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প= ০.২৫৪ কিঃমিঃ, চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি ও হাটহাজারী উপজেলায় হালদা নদী ও ধুরং খালের তীর সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প= ১.৫০ কিঃমিঃ, চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া ও সাতকানিয়া উপজেলায় সাঙ্গু এবং ডলু নদীর তীর সংক্ষণ প্রকল্প= ২.০০ কিঃমিঃ, চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলমগ্নতা/জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প = ১.০০ কিঃমিঃ, কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং প্রকল্প= ২.৮৫ কিঃমিঃ, কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের ডানতীর ভাঙ্গন প্রকল্প=১.৬৩২ কিঃমিঃ, যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবর সহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প=২.৪০ কিঃমিঃ, কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ারচর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেম্বারপাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প=০.৭৬ কিঃমিঃ, দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে আত্রাই নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন প্রতিরোধ ও নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প=০.৬৩ কিঃমিঃ, নীলফামারী জেলার চাড়লকাটা নদী সোজাকরণ এবং বুড়িতিস্তা নদী তীর সংরক্ষণ=২.৩৭৫ কিঃমিঃ, কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর,রাজারহাট ও ফুলবাড়ি উপজেলাধীন ধরলা নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ডান ও বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প=০.২০০ কিঃমিঃ, সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী হতে পুনরচঙ্কারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প= ২.০০ কিঃমিঃ, নাটোর জেলার সিংড়া পৌরসভা এলাকা আত্রাই ও নাগর নদীর ভাংগন হইতে রক্ষা প্রকল্প=০.১৭ কিঃমিঃ, বাগ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হুরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প= ৩.০০ কিঃমিঃ, রাজশাহী জেলার চারঘাট ও বাঘা উপজেলায় পশ্গা নদীর বাম তীরের স্থাপনাসমূহ নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প= ০.২৬ কিঃমিঃ, পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার মুন্সিগঞ্জ হতে খানপুরা এবং কাজীরহাট হতে রাজধরদিয়া নামক এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প =০.০৫০ কিঃমিঃ, পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার চরবাগডাঙ্গা ও শাহাজানপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প= ০.৫৭ কিঃমিঃ, রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প=২.৫০০ কিঃমিঃ, শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্প=২.১০৫ কিঃমিঃ, ফরিদপুর জেলায় চর ভদ্রাসন উপজেলাধীন পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প=১.০০ কিঃমিঃ, ফরিদপুর জেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প=২.০০ কিঃমিঃ, গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প=২.০০ কিঃমিঃ, শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা শাখা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে নওয়াপাড়া এলাকা এবং পদ্মা নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে চরআত্রা এলাকা রক্ষা প্রকল্প=০.৯২০ কিঃমিঃ, মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় আড়িয়াল খাঁ নদের তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প= ০.২০০ কিঃমিঃ, বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)=১.০০ কিঃমিঃ, খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প=০.২০ কিঃমিঃ, ভৈরব ও রূপসা নদীর ভাঙ্গন হতে খুলনা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সরকারী স্থাপনাসমূহ রক্ষা প্রকল্প=০.২১৬ কিঃমিঃ, সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-৩ এর নাংলা নামক স্থানে ইছামতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প=০.১৩২ কিঃমিঃ, বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলায় বাংলাদেশ সেনা কল্যাণ সংস্থার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এলিফ্যান্ট রোড সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ও তৎসংলগ্ন এলাকা পশুর নদীর বামতীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প= ০.১২৫ কিঃমিঃ, মধুমতি-নবগঙ্গা উপ-প্রকল্প পুনর্বাসন ও নবগঙ্গা নদী পুন:খনন/ড্রেজিং এর মাধ্যমে পুনরুজ্জীবন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা প্রকল্প= ১.০০ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প= ০.৯৫ কিঃমিঃ, ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে মনপুরা উপজেলার রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা এবং তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন থেকে চরফ্যাশন উপজেলার ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা প্রকল্প=১.৩০ কিঃমিঃ, ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন তেতুঁলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে বকসী লঞ্চঘাট হতে বাবুরহাট লঞ্চঘাট পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ও ড্রেজিং এবং কুকরী-মুকরী দ্বীপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প=০.৩০ কিঃমিঃ, মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন লর্ড হার্ডিঞ্জ ও ধলিশৌরনগর বাজার রক্ষা প্রকল্প= ০.৫৬ কিঃমিঃ, কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প=১.৩০ কিঃমিঃ, মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া-গোবিন্দপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প=১.২০ কিঃমিঃ, পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় ভুবনেশ্বর নদী পুনঃখনন এবং পোনা নদী ও ভুবনেশ্বর নদীর ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন স্থাপনা/সম্পদ রক্ষা প্রকল্প=০.৫০ কিঃমিঃ,Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1)=০.৬৫১ কিঃমিঃ, সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২)= ১০.০০ কিঃমিঃ	উন্নয়ন-১, উন্নয়ন-২, উন্নয়ন-৩, উন্নয়ন-৪ ও উন্নয়ন-৫ শাখা/অধিশাখা, পাসম	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভা, বাপাউবো'র বার্ষিক প্রতিবেদন, আইএমইডি রিপোর্ট।	তীর সংরক্ষণ কাজ মেজারমেন্ট বুক এর মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়।

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[১.৯] নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, তীরবর্তী জনপদে বন্যার প্রকোপহ্রাস এবং নদীতে জাগ্রত ডুবোচর অপসারণ নদী তীরে ভাঙ্গন ঝুঁকিহ্রাসকল্পে নদী ড্রেজিং / পুনঃখনন	[১.৯.১] এসকেভেটর এর মাধ্যমে পুনঃখননকৃত নদী	নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী= ৩৫.০০কিঃমিঃ, কুমিল্লা জেলার পুরাতন ডাকাতিয়া-নতুন ডাকাতিয়া নদী সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প=৩.০০ কিঃমিঃ, সিলেট জেলার সিলেট সদর ও বিশ্বনাথ উপজেলায় দশগ্রাম, মাহাতাবপুর ও রাজাপুর পরগণা বাজার এলাকা সুরমা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প=৩.০০ কিঃমিঃ, হবিগঞ্জ জেলার বিবিয়ানা বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের সম্মুখে কুশিয়ারা নদীর উভয় তীরের প্রতিরক্ষা প্রকল্প =১০.০০ কিঃমিঃ, রংপুর জেলার মিঠাপুকুর, পীরগাছা ও রংপুর সদর উপজেলায় যমুনেশ্বরী, ঘাঘট ও করতোয়া নদীর তীর সংরক্ষণ ও নদী পুনঃখনন প্রকল্প=৩০.০০ কিঃমিঃ, নাটোর জেলার সিংড়া পৌরসভা এলাকা আত্রাই ও নাগর নদীর ভাংগন হইতে রক্ষা প্রকল্প=৪.০০ কিঃমিঃ, জয়পুরহাট জেলার তুলশীগঙ্গা ছোট যমুনা চিংড়ী ও হারাবতী নদী পুনঃখনন= ১০.০০ কিঃমিঃ, কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প=২৫.০০ কিঃমিঃ, রাজবাড়ী শহররক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২)= ৩.৮০ কিঃমিঃ, বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)=১০.০০ কিঃমিঃ, মধুমতি-নবগঙ্গা উপ-প্রকল্প পুনর্বাসন ও নবগঙ্গা নদী পুন:খনন/ড্রেজিং এর মাধ্যমে পুনরুজ্জীবন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা প্রকল্প=৬.০০ কিঃমিঃ, যশোর জেলার মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলাধীন আপার ভদ্রা নদী, হরিহর নদী, বুড়িভদ্রা নদী ও পার্শ্ববর্তী খালপুলির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প=১৮.০০ কিঃমিঃ, পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় ভুবনেশ্বর নদী পুনঃখনন এবং পোনা নদী ও ভুবনেশ্বর নদীর ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন স্থাপনা/সম্পদ রক্ষা প্রকল্প= ৫.০০ কিঃমিঃ	উন্নয়ন-১, উন্নয়ন-২, উন্নয়ন-৩, উন্নয়ন-৪ ও উন্নয়ন-৫ শাখা/অধিশাখা, পাসম	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভা, বাপাউবো'র বার্ষিক প্রতিবেদন, আইএমইডি রিপোর্ট।	নদী পুনঃখনন কাজের ক্ষেত্রে প্রি-ওয়ার্ক ও পোষ্ট ওয়ার্ক এ লেবেল বুক এ এন্ট্রির মাধ্যমে মেজারমেন্ট বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
	[১.৯.২] ড্রেজিংকৃত নদী	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগংগা রিভার সিস্টেম)= ২০.০০ কিঃমিঃ, নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী= ৪০.০০ কিঃমিঃ, টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া -বটতলা) পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)= ২.৫০ কিঃমিঃ, টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর বাম তীরবর্তী গাছ-কুমুলরী বারপাখিয়া এবং নাগরপুর উপজেলার ঘোনাপাড়াসহ বাবুপুর -লাউহাটি এফসিডি প্রকল্প এলাকায় তীর সংরক্ষণ প্রকল্প= ২.০০ কিঃমিঃ, টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার অর্জুনা নামক এলাকাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প= ৪.০০ কিঃমিঃ, ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন মাঝিরচর থেকে নারিশা বাজার হয়ে মোকছেদপুর পর্যমন্ত পদ্মা নদী ড্রেজিং ও বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প= ২.৩৫০ কিঃমিঃ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প=১৫.০০ কিঃমিঃ, লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলায় রহমতখালী খাল ও রায়পুর উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর ভাঙ্গনরক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প= ০.৮০০ কিঃমিঃ, ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া ও ফেনী সদর উপজেলাধীন ফেনী নদীর ডানতীর ভাঙ্গন হতে নাঙ্গলমোড়া ও জগৎজীবনপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প=১.০০ কিঃমিঃ, নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প= ৭.০০ কিঃমিঃ, সিলেট জেলার সিলেট সদর ও বিশ্বনাথ উপজেলায় দশগ্রাম, মাহাতাবপুর ও রাজাপুর পরগণা বাজার এলাকা সুরমা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প=১.৫০ কিঃমিঃ, সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার ও ছাতক উপজেলার আওতাধীন সুরমা নদীর ডান তীরে অবস্থিত দোয়ারাবাজার উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স, লক্ষীবাউর ও বেতুরা এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প=১.০০ কিঃমিঃ, হবিগঞ্জ জেলার বিবিয়ানা বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের সম্মুখে কুশিয়ারা নদীর উভয় তীরের প্রতিরক্ষা প্রকল্প = ১.০০ কিঃমিঃ,চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া ও সাতকানিয়া উপজেলায় সাঙ্গু এবং ডলু নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প= ৪.৯০০ কিঃমিঃ, কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)= ১.০০ কিঃমিঃ, কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত)= ৬.০০ কিঃমিঃ, চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই উপজেলায় কর্ণফুলী ও ইছামতি নদী এবং শিলক খালসহ অন্যান্য খালের উভয় তীরের ভাঙ্গণ হতেরক্ষা প্রকল্প= ১.০০ কিঃমিঃ, নীলফামারী জেলার চাড়ালকাটা নদী সোজাকরণ এবং বুড়িতিস্তা নদী তীর সংরক্ষণ= ৩.০০ কিঃমিঃ, যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবরসহ ফুলছড়ি উপজেলায় বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প= ৮.০০ কিঃমিঃ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প=১৬.০০ কিঃমিঃ, কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প= ১২.০০ কিঃমিঃ, শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্প=২.৩১০ কিঃমিঃ, শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা শাখা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে নওয়াপাড়া এলাকা এবং পদ্মা নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে চরআত্রা এলাকা রক্ষা প্রকল্প= ২.১৬৭ কিঃমিঃ,ফরিদপুর জেলায় চর ভদ্রাসন উপজেলাধীন পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প=৯.০০ কিঃমিঃ, ফরিদপুর জেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প=3.80 কিঃমিঃ, গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প= ১০.০০ কিঃমিঃ, বাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নব্যতা বৃদ্ধি প্রকল্প=১৫.০০ কিঃমিঃ, ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প=২.০০ কিঃমিঃ, মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন লর্ডহার্ডিঞ্জ ও খলিশেরনগর বাজার রক্ষা প্রকল্প= ২.৪০ কিঃমিঃ, ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন তেতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে বকসী লঞ্চঘাট হতে বাবুরহাট লঞ্চঘাট পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ও ড্রেজিং এবং কুকরী-মুকরী দ্বীপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ=২.৬০ কিঃমিঃ, Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part)=২০.০০ কিঃমিঃ	উন্নয়ন-১, উন্নয়ন-২, উন্নয়ন-৩, উন্নয়ন-৪ ও উন্নয়ন-৫ শাখা/অধিশাখা, পাসম	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভা, বাপাউবো'র বার্ষিক প্রতিবেদন, আইএমইডি রিপোর্ট।	নদী পুনঃখনন কাজের ক্ষেত্রে প্রি-ওয়ার্ক ও পোষ্ট ওয়ার্ক এ লেবেল বুক এ এন্ট্রির মাধ্যমে মেজারমেন্ট বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
	[১.৯.৩] নদী পুনঃখনন করে গোপালগঞ্জ সদর থেকে টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত যোগাযোগ পুনরুদ্ধার	নদী পুনঃখনন করে গোপালগঞ্জ সদর থেকে টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত যোগাযোগ পুনরুদ্ধার	উন্নয়ন-১, উন্নয়ন-২, উন্নয়ন-৩, উন্নয়ন-৪ ও উন্নয়ন-৫ শাখা/অধিশাখা, পাসম	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভা, বাপাউবো'র বার্ষিক প্রতিবেদন, আইএমইডি রিপোর্ট।	খাল পুনঃখনন কাজের প্রি-ওয়ার্ক ও পোষ্ট ওয়ার্ক এ লেবেল বুক এ এন্ট্রির মাধ্যমে মেজারমেন্ট বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[১.১০] নদ-নদী ও খালের মাধ্যমে বন্যার পানি নিষ্কাশন	[১.১০.১] খনন/ পুনঃখননকৃত নিষ্কাশন খাল	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২)= ৩৫.০০ কিঃমিঃ, ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চরআলগী ইউনিয়নের চর্তুদিকে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ প্রকল্প= ২২.০০ কিঃমিঃ, নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প= ৬৭.৬০ কিঃমিঃ, চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন পুইছড়ি ইউনিয়নের পোল্ডার নং-৬৪/২এ (পুইছড়ি পার্ট) এর পুনর্বাসন ও নিষ্কাশন= ৭.৫০ কিঃমিঃ, চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প= ১০.০০ কিঃমিঃ, সুরেশ্বর খাল খনন ও নিষ্কাশন প্রকল্প= ৫০.১৩ কিঃমিঃ, বাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নব্যতা বৃদ্ধি প্রকল্প=২৫.০০ কিঃমিঃ, বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)=২০.০০ কিঃমিঃ, South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2)= ৪০.০০ কিঃ মিঃ, Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1)= ১০.৫০ কিঃমিঃ, ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট)= ৫০.০০ কিঃমিঃ Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part= ৩০.০০ কিঃমিঃ,	উন্নয়ন-১, উন্নয়ন-২, উন্নয়ন-৩, উন্নয়ন-৪ ও উন্নয়ন-৫ শাখা/অধিশাখা, পাসম	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভা, বাপাউবো'র বার্ষিক প্রতিবেদন, আইএমইডি রিপোর্ট।	নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন কাজের প্রি-ওয়ার্ক ও পোষ্ট ওয়ার্ক এ লেবেল বুক এ এন্ট্রির মাধ্যমে মেজারমেন্ট বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
	[১.১০.২] নির্মিত পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২)= ১৫ টি, ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চরআলগী ইউনিয়নের চর্তুদিকে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ প্রকল্প= ২টি, নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প= ২টি, চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন পুইছড়ি ইউনিয়নের পোল্ডার নং-৬৪/২এ (পুইছড়ি পার্ট) এর পুনর্বাসন ও নিষ্কাশন= ১টি, চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডার নং- ৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং- ৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং- ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্প= ২টি, চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প = ২টি, বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)= ৩টি, Coastal Embankment Improvement Project Phase-1= ৯টি, ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট)= ৭টি, Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part= ২৩ টি	উন্নয়ন-১, উন্নয়ন-২, উন্নয়ন-৩, উন্নয়ন-৪ ও উন্নয়ন-৫ শাখা/অধিশাখা, পাসম	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভা, বাপাউবো'র বার্ষিক প্রতিবেদন, আইএমইডি রিপোর্ট।	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন কাঠামো নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে মেজারমেন্ট বুক এর মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়।
	[১.১০.৩] পুনঃনির্মিত/ মেরামতকৃত/ পুনর্বাসনকৃত পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো	South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2)= ১২ টি, Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1)= ২টি, Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part)= ৫টি, ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট)= ৩২টি, বরিশাল জেলার সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোল্ডার পুনর্বাসন প্রকল্প= ৬টি, ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চরআলগী ইউনিয়নের চর্তুদিকে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ প্রকল্প= ১টি	উন্নয়ন-১, উন্নয়ন-২, উন্নয়ন-৩, উন্নয়ন-৪ ও উন্নয়ন-৫ শাখা/অধিশাখা, পাসম	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভা, বাপাউবো'র বার্ষিক প্রতিবেদন, আইএমইডি রিপোর্ট।	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন কাঠামো পুনঃনির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে মেজারমেন্ট বুক এর মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়।
[২.১] ভূ-পরিস্থ সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ	[২.১.১] খননকৃত/পুনঃখননকৃত সেচ খাল	বরিশালজেলার সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোল্ডার পুনর্বাসন প্রকল্প=১৫.০০ কিঃমিঃ, বরগুনা জেলার উপকুলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন প্রকল্প= ১২০.০০ কিঃমিঃ	উন্নয়ন-১, উন্নয়ন-২, উন্নয়ন-৩, উন্নয়ন-৪ ও উন্নয়ন-৫ শাখা/অধিশাখা, পাসম	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভা, বাপাউবো'র বার্ষিক প্রতিবেদন, আইএমইডি রিপোর্ট।	খনন/পুনঃখননকৃত সেচ খালের প্রি-ওয়ার্ক ও পোষ্ট ওয়ার্ক এ লেবেল বুক এ এন্ট্রির মাধ্যমে মেজারমেন্ট বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
	[২.১.২] নির্মিত সেচ কাঠামো	দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন গৌরীপুর নামক স্থানে খরা মৌসুমে সম্পূরক সেচ প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্ভবা নদীর উপর সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প=১ টি, Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1)= ১৩ টি, Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part)= ২০ টি, ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন তেতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে বকসী লঞ্চঘাট হতে বাবুরহাট লঞ্চঘাট পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ও ড্রেজিং এবং কুকরী-মুকরী দ্বীপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ= ২টি, বরিশাল জেলার সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোল্ডার পুনর্বাসন প্রকল্প= ৮টি	উন্নয়ন-১, উন্নয়ন-২, উন্নয়ন-৩, উন্নয়ন-৪ ও উন্নয়ন-৫ শাখা/অধিশাখা, পাসম	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভা, বাপাউবো'র বার্ষিক প্রতিবেদন, আইএমইডি রিপোর্ট।	সেচ স্ট্রাকচার নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে মেজারমেন্ট বুক এর মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়।
	[২.১.৩] পুর্ননির্মিত/মেরামতকৃত সেচ কাঠামো	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1)=২টি, South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2)= ২০ টি, বরগুনা জেলার উপকুলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন প্রকল্প= ২০ টি	উন্নয়ন-১, উন্নয়ন-২, উন্নয়ন-৩, উন্নয়ন-৪ ও উন্নয়ন-৫ শাখা/অধিশাখা, পাসম	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভা, বাপাউবো'র বার্ষিক প্রতিবেদন, আইএমইডি রিপোর্ট।	সেচ কাঠামো পুনর্নির্মাণ/মেরামত/ পুনর্বাসন কাজের ক্ষেত্রে মেজারমেন্ট বুক এর মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়।
[২.২] পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ গঠন, রেজিস্ট্রেশন ও প্রশিক্ষণ	[২.২.১] নিবন্ধিত গ্রুপ	অংশগ্রহনমুলক পানি ব্যবস্থাপনা গঠনকৃত পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ/ এসোসিয়েশন নিবন্ধন	উন্নয়ন-১, উন্নয়ন-২, উন্নয়ন-৩, উন্নয়ন-৪ ও উন্নয়ন-৫ শাখা/অধিশাখা, পাসম	বাপাউবো'র বার্ষিক প্রতিবেদন।	গঠনকৃত পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ/ এসোসিয়েশন/ফেডারেশন নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র গণনার মাধ্যমে হিসাব করে পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ গঠন রেজিস্ট্রেশন পরিমাপ করা হয়।
	[২.২.২] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষক	অংশগ্রহনমুলক পানি ব্যবস্থাপনার জন্য নিবন্ধিত কৃষকের প্রশিক্ষণ	উন্নয়ন-১, উন্নয়ন-২, উন্নয়ন-৩, উন্নয়ন-৪ ও উন্নয়ন-৫ শাখা/অধিশাখা, পাসম	বাপাউবো'র বার্ষিক প্রতিবেদন।	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষক ও কোর্স সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র গণনার মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়।
[৩.১] ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা (বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাকর্তৃক প্রদত্ত)	[৩.১.১] ভৌত মডেলিং এর দাখিলকৃত প্রতিবেদন	পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য নদীর পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষতঃ লবনক্তার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ, নদী প্রশিক্ষণ, নদীর ভাংগন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনে নকশা প্রণয়নের জন্য এবং নদী কৌশল, নদীর পলল নিয়ন্ত্রণ, নদীর মোহনা এবং জোয়ার ভাটা সম্পর্কিত গবেষণা কাজে ভৌত/ গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা / অন্যান্য সমীক্ষা পরিচালনা করা; বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সড়ক ও জনপথ বিভাগসহ বিভিন্ন সংস্থার পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে ভৌত/ গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা / অন্যান্য সমীক্ষা পরিচালনা করে নির্মিতব্য স্ট্রাকচারের কার্যকারিতা ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান এবং প্রয়োজনে নির্মিতব্য স্ট্রাকচারের ডিজাইন পরিবর্তনের পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ভৌত/ গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা / অন্যান্য সমীক্ষা পরিচালনা করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।	প্রশাসন-০১, পাসম	সম্পাদিত সমীক্ষার সংখ্যা, নগই বার্ষিক প্রতিবেদন	সম্পাদিত সমীক্ষার সংখ্যা, নগই বার্ষিক প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[৩.২] পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহারিত বিভিন্ন উপকরণের নমুনা পরীক্ষা	[৩.২.১] পরীক্ষিত নমুনা	নদী প্রশিক্ষণ, নদীর ভাংগন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য মাটি, পানি, পলল এবং নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণ পরীক্ষা এবং নির্মাণ কাজের মানের মূল্যায়ন করা	প্রশাসন-০১, পাসম	নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা, নগই বার্ষিক প্রতিবেদন	নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা, নগই বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.৩] গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা	[৩.৩.১] গবেষণা পরিচালিত	নগই সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের উপর মৌলিক এবং প্রায়োগিক গবেষণা এবং উহার কার্যাবলীর মত একই প্রকার কার্যে নিয়োজিত অন্য কোন দেশী বা বিদেশী সংস্থার সহিত যৌথ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা	প্রশাসন-০১, পাসম	পরিচালিত গবেষণার সংখ্যা, নগই বার্ষিক প্রতিবেদন	পরিচালিত গবেষণার সংখ্যা, নগই বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.৪] প্রকল্পের ক্লিয়ারেন্স প্রদান	[৩.৪.১] প্রদত্ত ক্লিয়ারেন্স	প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে প্রকল্পের গ্রহণ যোগ্যতার বিষয়ে ছাড় পত্র প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্প পর্যালোচনা	উন্নয়ন-৪, পাসম	প্রদত্ত ছাড় পত্রের সংখ্যা	ওয়ারপো এর বার্ষিক প্রতিবেদন/ ওয়ারপো ওয়েব সাইট
[৩.৫] যৌথ নদী ব্যবস্থাপনার বিষয়ে দ্বি-পাক্ষিক ও বহু-পাক্ষিক সভা অনুষ্ঠান	[৩.৫.১] অনুষ্ঠিত সভা	ভারতের সাথে যৌথ নদী কমিশন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, সচিব ও কারিগরি পর্যায়ের বৈঠক এবং ভারত, চীন ও নেপালের সাথে দ্বিপাক্ষিক/বহুপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠান।	উন্নয়ন-৫ শাখা, পাসম	সংখ্যা	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.৬] গঙ্গা পানিবন্টন চুক্তি বাস্তবায়ন	[৩.৬.১] গঙ্গা চুক্তি অনুযায়ী ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১ শে মে পর্যন্ত ফারাক্কায় যৌথ প্রবাহ পরিমাপ ও বন্টন কার্যক্রম	ফারাক্কায় পানি প্রবাহ পরিমাপ ও বন্টন এবং হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট পানি প্রবাহ পরিমাপ।	উন্নয়ন-৫ শাখা, পাসম	সংখ্যা	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.৭] বাস্তবায়ধীন উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	[৩.৭.১] প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	মন্ত্রণালয়ে সভা করে বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করা হবে।	পরিকল্পনা অনুবিভাগ, পাসম	সভার কার্যবিবরণী	সভার কার্যবিবরণী
[৪.১] আগাম বন্যায় হাওরে ফসলহানি রোধ	[৪.১.১] ডুবন্তবাঁধ নির্মাণ/ পুর্ননির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ	আগাম বন্যায় হাওরে ফসলহানি রোধে ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনঃরাকৃতিকরণ	উন্নয়ন-১, উন্নয়ন-২, উন্নয়ন-৩, উন্নয়ন-৪ ও উন্নয়ন-৫ শাখা/অধিশাখা, পাসম	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভা, বাপাউবো'র বার্ষিক প্রতিবেদন, আইএমইডি রিপোর্ট।	বাঁধ পুনঃনির্মাণ কাজের প্রি-ওয়ার্ক ও পোষ্ট ওয়ার্ক এ লেবেল বুক এ এন্ট্রির মাধ্যমে মেজারমেন্ট বইয়ে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।
[৪.২] উপকূলীয় এলাকায় বন্যা প্রতিরোধকল্পে বাঁধ টেকসই করা	[৪.২.১] উপকূলীয় বাঁধ মেরামত/উর্চ্চকরণ	কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)= ৬.৭২২ কিঃমিঃ, চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন পুইছড়ি ইউনিয়নের পোল্ডার নং-৬৪/২এ (পুইছড়ি পার্ট) এর পুনর্বাসন ও নিষ্কাশন= ৪.০০ কিঃমিঃ, কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় শাহপরীর দ্বীপের পোল্ডার-৬৮ এর বাঁধ পুনঃনির্মাণ ও প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)=০.৩০ কিঃমিঃ, চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প= ৪.০০ কিঃমিঃ, চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডারনং-৭২ এর ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প= ১.৪২ কিঃমিঃ, কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ-মায়ানমার এ সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদী বরাবর পোল্ডারসমূহ (৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/বি এবং ৬৮) পুনর্বাসন প্রকল্প= ২৫.০০ কিঃমিঃ, Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1)= ২৪ কিঃমিঃ	উন্নয়ন-১, উন্নয়ন-২, উন্নয়ন-৩, উন্নয়ন-৪ ও উন্নয়ন-৫ শাখা/অধিশাখা, পাসম	মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, মাসিক পর্যালোচনা সভা, বাপাউবো'র বার্ষিক প্রতিবেদন, আইএমইডি রিপোর্ট।	উপকূলীয় বাঁধ পুনঃনির্মাণ কাজের প্রি-ওয়ার্ক ও পোষ্ট ওয়ার্ক এ লেবেল বুক এ এন্ট্রির মাধ্যমে মেজারমেন্ট বইয়ে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।
[৪.৩] বাহাজউঅ এর সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োগকৃত ফার্ম কর্তৃক প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়ন সভা	[৪.৩.১] মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের অগ্রগতির মূল্যায়ন সভা	মাঠ পর্যায় থেকে সমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন তৈরী ও কারিগরী সভায় উপস্থাপন	উন্নয়ন-৪ শাখা, পাসম	অগ্রগতি প্রতিবেদন	বই, জার্নাল, রিপোর্ট
[৪.৪] হাওর মহাপরিকল্পনাভুক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের সাথে সমন্বয় সভা করা	[৪.৪.১] প্রকল্প পরিচালকদের সাথে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত	হাওড় ম্যাপরিকল্পনায় ১৫৪ টি প্রকল্প/ প্রকল্প ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। হাওর অঞ্চলে এ প্রকল্পগুলো সরকারের ১৭টি মন্ত্রণালয়ের ৩৮ টি সংস্থা বাস্তবায়ন করছে। উক্ত প্রকল্পগুলো সময়মত যাতে বাস্তবায়ন হয় তার জন্য হাওর উন্নয়ন অধিদপ্তর সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করছে।	উন্নয়ন-৪ শাখা, পাসম	হাজিরা শীট ও হালনাগাদ প্রতিবেদন	হাওর মহাপরিকল্পনা ও পূর্বের অগ্রগতি প্রতিবেদন
[৪.৫] নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনার জন্য সমীক্ষা সম্পাদন	[৪.৫.১] সম্পাদিত সমীক্ষা	বাপাউবো কর্তৃক নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনার জন্য ০২টি সমীক্ষা সম্পাদন করা হবে।	উন্নয়ন অনুবিভাগ, পাসম	সমীক্ষা প্রতিবেদন	সমীক্ষা প্রতিবেদন

সংযোজনী ৩: অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় এর নিকট সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা/প্রত্যাশা	চাহিদা/প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
মন্ত্রণালয় / বিভাগ	ভূমি মন্ত্রণালয়	নির্মিত সেচ কাঠামো	ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্নকরণ।	অধিগ্রহণ ব্যতীত বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণ সম্ভব হবেনা।	জমির দখল না পাওয়া পর্যন্ত ভৌত কাজ আরম্ভ করা যায় না। এতে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে। নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রকল্প সুবিধাভোগিদের প্রকল্পের ইপ্সিত সুফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব হবে। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে যা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে প্রভাবিত করবে।
মন্ত্রণালয় / বিভাগ	ভূমি মন্ত্রণালয়	পুর্ননির্মিত/মেরামতকৃত সেচ কাঠামো	ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্নকরণ।	অধিগ্রহণ ব্যতীত বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণ সম্ভব হবেনা।	জমির দখল না পাওয়া পর্যন্ত ভৌত কাজ আরম্ভ করা যায় না। এতে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে। নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রকল্প সুবিধাভোগিদের প্রকল্পের ইপ্সিত সুফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব হবে। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে যা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে প্রভাবিত করবে।
মন্ত্রণালয় / বিভাগ	ভূমি মন্ত্রণালয়	পুনঃনির্মিত/ মেরামতকৃত/ পুনর্বাসনকৃত পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো	ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্নকরণ।	অধিগ্রহণ ব্যতীত বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণ সম্ভব হবেনা।	জমির দখল না পাওয়া পর্যন্ত ভৌত কাজ আরম্ভ করা যায় না। এতে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে। নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রকল্প সুবিধাভোগিদের প্রকল্পের ইপ্সিত সুফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব হবে। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে যা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে প্রভাবিত করবে।
মন্ত্রণালয় / বিভাগ	ভূমি মন্ত্রণালয়	পুনঃনির্মিত বাঁধ/ মেরামত/পুনরাকৃতিকরণ	ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্নকরণ।	অধিগ্রহণ ব্যতীত বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণ সম্ভব হবেনা।	জমির দখল না পাওয়া পর্যন্ত ভৌত কাজ আরম্ভ করা যায় না। এতে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে। নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রকল্প সুবিধাভোগিদের প্রকল্পের ইপ্সিত সুফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব হবে। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে যা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে প্রভাবিত করবে।
মন্ত্রণালয় / বিভাগ	ভূমি মন্ত্রণালয়	নির্মিত বাঁধ	ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্নকরণ।	অধিগ্রহণ ব্যতীত বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণ সম্ভব হবেনা।	জমির দখল না পাওয়া পর্যন্ত ভৌত কাজ আরম্ভ করা যায় না। এতে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে। নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রকল্প সুবিধাভোগিদের প্রকল্পের ইপ্সিত সুফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব হবে। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে যা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে প্রভাবিত করবে।
মন্ত্রণালয় / বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	নির্মিত সেচ কাঠামো	ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্নকরণ। জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের অর্থের চেক যথাসম্ভব দ্রুত ক্ষতিগ্রস্তদের নিকট হস্তান্তর করে দ্রুত জমির হকুম দখল প্রদান।	অধিগ্রহণ ব্যতীত বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণ সম্ভব হবেনা।	জমির দখল না পাওয়া পর্যন্ত ভৌত কাজ আরম্ভ করা যায় না। এতে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে। নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রকল্প সুবিধাভোগিদের প্রকল্পের ইপ্সিত সুফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব হবে। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে যা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে প্রভাবিত করবে।

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা/প্রত্যাশা	চাহিদা/প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
মন্ত্রণালয় / বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	পুনঃনির্মিত/ মেরামতকৃত/ পুনর্বাসনকৃত পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো	ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্নকরণ। জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের অর্থের চেক যথাসম্ভব দ্রুত ক্ষতিগ্রস্তদের নিকট হস্তান্তর করে দ্রুত জমির হুকুম দখল প্রদান।	অধিগ্রহণ ব্যতীত বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণ সম্ভব হবেনা।	জমির দখল না পাওয়া পর্যন্ত ভৌত কাজ আরম্ভ করা যায় না। এতে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে। নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রকল্প সুবিধাভোগিদের প্রকল্পের ইপ্সিত সুফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব হবে। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে যা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে প্রভাবিত করবে।
মন্ত্রণালয় / বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	পুনঃনির্মিত বাঁধ/ মেরামত/পুনরাকৃতিকরণ	ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্নকরণ। জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের অর্থের চেক যথাসম্ভব দ্রুত ক্ষতিগ্রস্তদের নিকট হস্তান্তর করে দ্রুত জমির হুকুম দখল প্রদান।	অধিগ্রহণ ব্যতীত বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণ সম্ভব হবেনা।	জমির দখল না পাওয়া পর্যন্ত ভৌত কাজ আরম্ভ করা যায় না। এতে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে। নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রকল্প সুবিধাভোগিদের প্রকল্পের ইপ্সিত সুফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব হবে। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে যা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে প্রভাবিত করবে।
মন্ত্রণালয় / বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	নির্মিত বাঁধ	ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্নকরণ। জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের অর্থের চেক যথাসম্ভব দ্রুত ক্ষতিগ্রস্তদের নিকট হস্তান্তর করে দ্রুত জমির হুকুম দখল প্রদান।	অধিগ্রহণ ব্যতীত বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণ সম্ভব হবেনা।	জমির দখল না পাওয়া পর্যন্ত ভৌত কাজ আরম্ভ করা যায় না। এতে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে। নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রকল্প সুবিধাভোগিদের প্রকল্পের ইপ্সিত সুফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব হবে। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে যা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে প্রভাবিত করবে।
মন্ত্রণালয় / বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	খনন/ পুনঃখননকৃত নিষ্কাশন খাল	নদী/খাল খননের নির্ধারিত এলাইনমেন্টে অবৈধ দখল/স্থাপনা মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে যথাদ্রুত ও নিয়মিত উচ্ছেদ।	নদী/খাল খননের এলাইনমেন্টে অবৈধ দখল/স্থাপনা থাকলে তা উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত কাজ পরিচালনা করা যায়না।	যথাসময়ে নদী/খাল হতে অবৈধ দখল উচ্ছেদ না হলে খনন কাজে বিলম্ব হবে। এতে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে। নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রকল্প সুবিধাভোগিদের প্রকল্পের ইপ্সিত সুফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব হবে। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে যা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে প্রভাবিত করবে।
মন্ত্রণালয় / বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	এসকেভেটর এর মাধ্যমে পুনঃখননকৃত নদী	নদী/খাল খননের নির্ধারিত এলাইনমেন্টে অবৈধ দখল/স্থাপনা মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে যথাদ্রুত ও নিয়মিত উচ্ছেদ।	নদী/খাল খননের এলাইনমেন্টে অবৈধ দখল/স্থাপনা থাকলে তা উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত কাজ পরিচালনা করা যায়না।	যথাসময়ে নদী/খাল হতে অবৈধ দখল উচ্ছেদ না হলে খনন কাজে বিলম্ব হবে। এতে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে। নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রকল্প সুবিধাভোগিদের প্রকল্পের ইপ্সিত সুফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব হবে। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে যা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে প্রভাবিত করবে।
মন্ত্রণালয় / বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	ড্রেজিংকৃত নদী	নদী/খাল খননের নির্ধারিত এলাইনমেন্টে অবৈধ দখল/স্থাপনা মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে যথাদ্রুত ও নিয়মিত উচ্ছেদ।	নদী/খাল খননের এলাইনমেন্টে অবৈধ দখল/স্থাপনা থাকলে তা উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত কাজ পরিচালনা করা যায়না।	যথাসময়ে নদী/খাল হতে অবৈধ দখল উচ্ছেদ না হলে খনন কাজে বিলম্ব হবে। এতে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে। নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রকল্প সুবিধাভোগিদের প্রকল্পের ইপ্সিত সুফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব হবে। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে যা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে প্রভাবিত করবে।

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা/প্রত্যাশা	চাহিদা/প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
মন্ত্রণালয় / বিভাগ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	খনন/ পুনঃখননকৃত নিষ্কাশন খাল	সে সকল নদী/খাল খনন প্রকল্পে ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রীটমেন্টের সংস্থান রয়েছে, উক্ত ব্রীজের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের পরামর্শক্রমে বা উক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ডেপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে দ্রুত ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রীটমেন্ট কাজের বাস্তবায়ন।	যে সকল ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রীটমেন্ট প্রয়োজন হবে তা সম্পাদন না করে তার উজান হতে ভাটি নদী/খাল খনন করা যাবে না।	যথাসময়ে নদী/খাল খনন করা না গেলে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে। নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রকল্প সুবিধাভোগিদের প্রকল্পের ইপ্সিত সুফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব হবে। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে যা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে প্রভাবিত করবে।
মন্ত্রণালয় / বিভাগ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	এসকেভেটর এর মাধ্যমে পুনঃখননকৃত নদী	সে সকল নদী/খাল খনন প্রকল্পে ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রীটমেন্টের সংস্থান রয়েছে, উক্ত ব্রীজের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের পরামর্শক্রমে বা উক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ডেপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে দ্রুত ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রীটমেন্ট কাজের বাস্তবায়ন।	যে সকল ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রীটমেন্ট প্রয়োজন হবে তা সম্পাদন না করে তার উজান হতে ভাটি নদী/খাল খনন করা যাবে না।	যথাসময়ে নদী/খাল খনন করা না গেলে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে। নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রকল্প সুবিধাভোগিদের প্রকল্পের ইপ্সিত সুফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব হবে। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে যা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে প্রভাবিত করবে।
মন্ত্রণালয় / বিভাগ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	ড্রেজিংকৃত নদী	সে সকল নদী/খাল খনন প্রকল্পে ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রীটমেন্টের সংস্থান রয়েছে, উক্ত ব্রীজের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের পরামর্শক্রমে বা উক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ডেপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে দ্রুত ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রীটমেন্ট কাজের বাস্তবায়ন।	যে সকল ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রীটমেন্ট প্রয়োজন হবে তা সম্পাদন না করে তার উজান হতে ভাটি নদী/খাল খনন করা যাবে না।	যথাসময়ে নদী/খাল খনন করা না গেলে নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে। নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রকল্প সুবিধাভোগিদের প্রকল্পের ইপ্সিত সুফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব হবে। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে যা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে প্রভাবিত করবে।